সুদ ও তার গুনাহ

মুফতী অকিল উদ্দিন যশোরী
সহকারী মুফতী, দারুল ইফতা খাদেমুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ, চট্টগ্রাম।

সুদ ও তার গুনাহ

রচনায়:
মুফতী অকিল উদ্দিন যশোরী
মুতাখাসসিস ফিল হাদীস ওয়াল ফিকহ
সহকারী মুফতী- দারুল ইফতা খাদেমুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ
গফুর ভিউ এ/১৫৫৫, রাজাখালী, চাক্তাই, চট্টগ্রাম।
মোবাইল: ০১৯১৭-০৭২৯৩৫, ০১৮১২-৫১৯৫৮৯

সর্বস্বত্ব:
লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশক:
জনাব অলিয়ার রহমান রহ. স্মরণে
মুফতি অহিদ ইসলামী গবেষণাগার কৈখালী, সদর, যশোর।

প্রকাশকাল:
০৪ যিলক্বদ ১৪৩৭ হিজরী, ০৮ আগষ্ট ২০১৬ ঈসায়ী
কম্পিউটার: অকিল উদ্দিন সোহাগ
মূল্য: ২০ (বিশ) টাকা মাত্র।

Shud O Tar Gunah

By: **Mufti Wakil Uddin Jessoree**
Specialist in Hadith & Islamic law.
Assistant Mufti: darul ifta khadimul quran was sunnah, Chittagong.

Price : 20/- Tk Only.

.

সুদের পরিচয়

“সুদ” এর অভিধানিক অর্থ হলো, বৃদ্ধি পাওয়া, অতিরিক্ত হওয়া, মুলধন থেকে বেড়ে যাওয়া, বেশী হওয়া ইত্যাদি।
আর পরিভাষায় হলো, প্রদত্ত ঋণের উপর পূর্ব নির্ধারিত হারে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করাকে সুদ বলে। আর পণ্যের ক্ষেত্রে একই জাতীয় জিনিষের মধ্যে কম পরিমাণ পণ্যের বিনিময়ে পণ্য গ্রহণ করাকে সুদ বলে।

সুদ ও ঘুষ

আল্লাহ তাআলা ঘুষ দেওয়া ও সুদ গ্রহণ করা উভয়কেই হারাম করেছেন। সুতরাং ঘুষ দেওয়া ও সুদ গ্রহণ করা ছাড়তে হবে।

চক্রবর্তী হারে সুদ ভক্ষণ করা নিষেধ-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ () وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ()

হে ঈমানদারগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক, যাতে তোমরা কল্যাণ অর্জন করতে পারো। ১৩০। এবং তোমরা সে আগুন থেকে বেঁচে থাক, যা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। ১৩১। সুরা আলে ইমরান আয়াত ১৩০-১৩১।

{ لا تأكلون الربا } : لا مفهوم للأكل بل كل تصرف بالربا حرام سواء كان أكلاً أو شرباً أو لباساً.

(তোমরা সুদ খেয়ো না) এখানে খাওয়ার জন্য বক্তব্য নয়, বরং প্রত্যেক সুদি রূপান্তরিত হওয়া, ব্যবহার হওয়া হারাম তা খাওয়া হোক বা পান করা হোক বা পোশাক হোক।

{ الربا } : لغة : الزيادة ، وفي الشرع نوعان : ربا فضل وربا نسيئة ربا الفضل : يكون في الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح فإذا بيع الجنس بمثله يحرم الفضل أي الزيادة ويحرم التأخير ، وربا النسيئة : هو أن يكون على المرء دين الى أجل فيحل الأجل ولم يجد سدادا لدينه فيقول له أخرني وزد في الدين .

"রিবা" আভিধানিক অর্থে, অতিরিক্ত। শরীয়তের পরিভাষায় দু' প্রকার। "রিবা ফযল" ইহা স্বর্ণ, রূপা গম, যব, খেজুর, লবণ এর মধ্যে হয়, প্রত্যেককে তার জিনসের বিপরীতে বিক্রয় করলে অতিরিক্ত দেওয়া হারাম। এবং দেরী করাও হারাম। "রিবা নাসিয়া" হলো, কোন ব্যক্তির নিকট ঋণ রয়েছে নির্ধারিত দিন পর্যন্ত। সে সময়সীমা পর্যন্ত তা দিতে পারেনি। অতপর সে বলল, দেরী করে দিবে, সাথে সাথে অতিরিক্তও দিবে।

{أضعافاً مضاعفة}: لا مفهوم لهذا لأنه خرج مخرج الغالب، إذ الدرهم الواحد حرام كالألف، وإنما كانوا في الجاهلية يؤخرون الدين ويزيدون مقابل التأخير حتى يتضاعف الدين فيصبح أضعافاً كثيرة.

(চক্রবৃদ্ধি হারে) এটা বক্তব্য নয়, কেননা তা অধিকের স্থান থেকে বের হয়ে গিয়েছে। কেননা এক দিরহাম হারাম যেভাবে একহাজার হারাম। জাহেলীযুগে ঋণ দেরী করত এবং দেরীর জন্য ঋণ বাড়তে থাকত। এভাবে হতে হতে চক্রবৃদ্ধি হারে বেড়ে যেত।

{ تفلحون } : تنجون من العذاب وتظفورن بالنعيم المقيم في الجنة .

(কল্যাণ অর্জন করতে পারো) আযাব থেকে মুক্তি পাবে। জান্নাতের স্থায়ী নেয়ামত দ্বারা সফলকাম হবে।

{ أعدت للكافرين } : هيئت وأحضرت للمكذبين لله ورسوله صلى الله عليه وسلم.

(যা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে) প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিথ্যা বলে, তাদের জন্য। আয়সারুত তাফাসীর ১/২০২।

ঘুষ খাওয়া হারাম

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ()

তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ ভোগ করো না। এবং জনগণের সম্পদের কিয়দংশ জেনে-শুনে পাপ পন্থায় আত্মসাৎ করার উদ্দেশে শাসন কতৃপক্ষের হাতেও তুলে দিওনা। সুরা বাকারা আয়াত ১৮৮।

{ الباطل } : خلاف الحق.

বাতিল হকের বিপরীত।

{ تدلوا } : الإِدلاء بالشيء إلقاؤه ، والمراد هنا إعطاء القضاة والحكام الرشوة ليحكموا لهم بالباطل حتى يتوصلوا إلى أموال غيرهم.

উদ্দেশ্য হল, বিচারক শাষককে ঘুষ দেওয়া যাতে করে বাতিল পন্থায় বিচার করে অন্যের মাল পেতে পারে।

{ فريقاً } : أي طائفة وقطعة من المال.

গোত্র এবং মালের কিয়দংশ

{ بالإِثم } : المارد به هنا بالرشوة وشهادة الزور ، واليمين الفاجرة أي الحلف بالكذب ليقضي القاضي لكم بالباطل في صورة حق.

এখানে উদ্দেশ্য হল, ঘুষ বা মিথ্যা সাক্ষি। মিথ্যার উপর কসম করা, যাতে হকের সুরতে বিচারক ফয়সালা করেন।

معنى الآية الكريمة :

لما أخبر تعالى في الآية السابقة أنه يبيّن للناس أحكام دينه ليتقوه بفعل المأمور وترك المنهي بينّ في هذه الآية حكم أكل موال المسلمين بالباطل ، وأنه حرام فلا يحل لمسلم أن يأكل مال أخيه بغير طيب نفسه منه . وذكر نوعاً هو شر أنواع أكل المال بالباطل، وهو دفع الرشوة إلى القضاة والحاكمين ليحكموا لهم بغير الحق فيورطوا القضاة في الحكم بغير الحق ويأكلوا أموال إخواهم بشهادة الزور واليمين الغموس الفاجرة وهي التي يحلف فيها المرء كاذباً.

আয়াতের অর্থ-

পূর্বের আয়াতে মহান আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন দ্বীনের বিধিবিধান সম্পর্কে, নির্দেশিত কাজ করতে, নিষেধাজ্ঞা কাজ থেকে বিরত থাকতে। আর এ আয়াতে বর্ণনা বাতিল পন্থায় মুসলিমের মাল সম্পদ খাওয়ার হুকুম করেন, আর তা হারাম। অতএব কোন মুসলিমের জন্য হালাল নয়, তার সন্তুষ্ট ব্যতিত অপর ভাইয়ের মাল খাওয়া। বাতিল পন্থায় মাল খাওয়া সবথেকে খারাপ। আর তা হলো, বিচারক ও শাষকদের ঘুষ দেওয়া, যাতে করে হক ছাড়া তারা তাদের জন্য ফয়সালা করেন। এবং মিথ্যা সাক্ষির দ্বারা এবং মিথ্যা কসম দিয়ে তার ভাইয়ের মাল খেতে পারে।

وقال تعالى : { ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإِثم وانتم تعلمون } أي وأنتم تعلمون حرمة ذلك .

আল্লাহ বলেন, (তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ ভোগ করো না। এবং জনগণের সম্পদের কিয়দংশ জেনে-শুনে পাপ পন্থায় আত্মসাৎ করার উদ্দেশে শাসন কতৃপক্ষের হাতেও তুলে দিওনা।) তোমরা এর হারাম হওয়া সম্পর্কে জান।

هداية الآية :

من هداية الآية :

1– حرمة أكل مال المسلم بغير حق سواء كان بسرقة أو بغصب أو غش ، أو احتيال ومغالطة .

2– حرمة الرشوة تدفع للحاكم ليحكم بغير الحق.

3– مال الكافر غير المحارب كمال المسلم في الحرمة إلا أن مال المسلم اشد حرمة لحديث « كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه، وماله ». ولقوله تعالى في هذه الآية { ولا تأكلوا أموالكم } وهو يخاطب المسلمين.

আয়াতের হেদায়াত-

১. হক ছাড়া মুসলিম ভাইয়ের মাল খাওয়া হারাম। আর তা চুরির মাধ্যমে হোক, আত্মসাৎ এর মাধ্যমে হোক, ধুকার মাধ্যমে হোক, প্রতারণা বা ভ্রান্ত যুক্তি এর মাধ্যমে হোক।

২. হক ছাড়া বিচারের জন্য ঘুষ দেওয়া হারাম।

৩. কাফেরদের মাল যুদ্ধ ছাড়া মুসলিমের মাল হারাম হওয়ার মত। তবে মুসলিমের মাল বেশী হারাম কেননা হাদীসে এসেছে, প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অপর মুসলিমের রক্ত, সম্মান ও মাল হারাম। এবং আল্লাহ তা'আলাও এই আয়াতে মুসলিমকে লক্ষ করে বলেন- তোমরা মুসলিমের মাল খেয়েওনা।

আয়সারুত তাফাসীর ১/৮৭।

সুদ দ্বারা সম্পদ বৃদ্ধি পায় না

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ()

মানুষের ধন-সম্পদে তোমাদের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, এই আশায় তোমরা সুদে যা কিছু দাও, আল্লাহর কাছে তা বৃদ্ধি পায় না। পক্ষান্তরে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় পবিত্র অন্তরে যারা দিয়ে থাকে, অতএব, তারাই দ্বিগুণ লাভ করে। সুরা রূম আয়াত ৩৯।

{ وما آتيتم من رباً } : أي من هدية أو هبة وسميت رباً لأنهم يقصدون بها زيادة أموالهم .

(তোমরা সুদে যা কিছু দাও) অর্থাৎ হাদীয়া, দান এবং তার নাম রাখা হয় সুদ, কেননা তারা এর দ্বারা তাদের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করার আশা করে।

{ ليربوا في أموال الناس }: أي ليكثر بسبب ما يرده عليكم من أهديتموه القليل ليرد عليكم الكثير.

(মানুষের ধন-সম্পদে তোমাদের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে) অর্থাৎ যে অল্প দিয়েছে, তার বিপরীতে অতিরিক্ত দিবে এ কারণে বেশি হবে।

{ فلا يربوا عند الله } : أي لا يباركه الله ولا يضاعف أجره .

(আল্লাহর কাছে তা বৃদ্ধি পায় না) অর্থাৎ আল্লাহ বরকত দিবেন না এবং তার প্রতিদানও দ্বিগুণ করবেন না।

{ فأولئك هم المضعفون } : أي الذين يؤتون أموالهم صدقة يريدون بها وجه الله فهؤلاء الذين يضاعف لهم الأجر أضعافاً مضاعفة .

(অতএব, তারাই দ্বিগুণ লাভ করে) অর্থাৎ যারা তাদের মালকে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সদকা করেছে, তাদেরকে তাদের প্রতিদানকে দ্বিগুণ করে দেওয়া হবে।
আয়সারুত তাফাসীর ৩/২৩৫।

আল্লাহ তা'আলা সুদকে ধ্বংস করে দেন

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ()

আল্লাহ তা'আলা সুদকে ধ্বংস করে দেন এবং দান-সদকাকে বৃদ্ধি করে দেন। আল্লাহ তা'আলা কোন অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভালোবাসেন না। সুরা বাকারা আয়াত ২৭৬।

{يمحق الله الربا}: أي يذهبه شيئاً فشيئاً حتى لا يبقى منه شيء كمحاق القمر آخر الشهر.

(আল্লাহ তা'আলা সুদকে ধ্বংস করে দেন) অর্থাৎ কিছু কিছু করে তা নিয়ে নেন। এমনকি তাতে আর কিছু বাকি থাকে না। যেমন চাঁদ মাসের শেষে আর বাকি থাকে না।

{ويربي الصدقات }: يبارك في المالك ألذي أخرجت منه، ويزيد فيه، ويضاعف أجرها أضعافاً كثيرة .

(এবং দান-সদকাকে বৃদ্ধি করে দেন) মালিক যা বের করেছে, তাতে বরকত দিবেন এবং তাতে বাড়িয়ে দিবেন। এবং তার প্রতিদান দ্বিগুণ বাড়িয়ে চক্রবৃদ্ধি করে দিবেন।

{كفار أثيم}: الكفار : شديد الكفر ، يكفر بكل حق وعدل وخير، أثيم: منغمس في الذنوب لا يترك كبيرة ولا صغيرة إلا ارتكابها.

(অকৃতজ্ঞ পাপী) যে অধিক অকৃতজ্ঞ প্রত্যেক হক ইনসাফ ও ভালোর মধ্যে অকৃতজ্ঞ। যে গুণাহে নিমজ্জিত যে কবীরা গুণাহও ছাড়েনা এবং সগীরা গুণাহও ছাড়েনা।
আয়সারুত তাফাসীর ১/১৪০

সুদ ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ()

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সুদের যা বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা মুমিন হও। সুরা বাকারাহ আয়াত ২৭৮।

সুদের গুণাহ

সুদ দাতা এবং গ্রহীতা উভয়ের উপর লা'নত-

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ.

হযরত জাবের রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুদ গ্রহীতা, সুদ দাতা, সুদ কারবারের লেখক এবং সুদ লেনদেনের প্রত্যক্ষদর্শী (সাক্ষিদাতা) সকলের উপর লানত করেছেন। মুসলিম ৪১৭৭।

সুদ যিনার চেয়েও মারাত্মক-

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ غَسِيلِ الْمَلَائِكَةِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْهَمٌ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً

হযরত আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, জেনে শুনে এক দিরহাম পরিমাণ সুদ ভক্ষণ করা ছত্রিশ বার যিনা থেকেও মারাত্মক। মুসনাদে আহমাদ হা. ২১৯৫৭।

عَنْ كَعْبٍ قَالَ لَأَنْ أَزْنِيَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ آكُلَ دِرْهَمَ رِبًا يَعْلَمُ اللَّهُ أَنِّي أَكَلْتُهُ حِينَ أَكَلْتُهُ رِبًا

হযরত কা'ব রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তেত্রিশবার যিনা করা আমার নিকট প্রিয় এক দিরহাম সুদ খাওয়া থেকে, আল্লাহ জানেন নিশ্চয় আমি খাচ্ছি যখন খাচ্ছি তা সুদ। মুসনাদ আহমাদ হা. ২১৯৫৮।

সুদ আপন মায়ের সাথে যিনা করার চেয়েও মারাত্মক-

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (الربا سبعون حوبا أيسرها أن ينكح الرجل أمه) .

হযরত আবু হুরাইরাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সুদের গুণাহের সত্তরটি স্তর রয়েছে, তার মধ্যে সর্ব নিম্নস্তর হচ্ছে আপন মাকে বিবাহ (মায়ের সাথে যিনা) করা। সুনানে ইবনে মাজাহ হা. ২২৭৪।

সুদ না ছাড়লে আল্লাহ ও রাসুলের পক্ষে থেকে যুদ্ধ ঘোষণা-

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ()

আর যদি তোমরা সুদ পরিত্যাগ না কর তবে আল্লাহ এবং তার রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে নাও। আর যদি তোমরা তাওবা কর, তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই থাকবে। তোমরা যুলুম করবে না এবং তোমাদের যুলুম করা হবে না। সুরা বাকারা আয়াত ২৭৯।

সুদখোর কিয়ামতের দিবসে পাগলের ন্যায় উঠবে-

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275)

যারা সুদ খায়, তারা তার ন্যায় (কবর থেকে) উঠবে, যাকে শয়তান স্পর্শ করে পাগল বানিয়ে দেয়। এটা এ জন্য যে, তারা বলে, বেচা-কেনা সুদের মতই। অথচ আল্লাহ ব্যবসা হালাল করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন। অতএব, যার কাছে তার রবের পক্ষ থেকে উপদেশ আসার পর সে বিরত হল, যা গত হয়েছে তা তার জন্যই ইচ্ছাধীন। আর তার ব্যাপারটি আল্লাহর হাওলায়। আর যারা ফিরে গেল, তারা আগুণের অধিবাসী-জাহান্নামী। তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে। (সুরা বাকারা আয়াত ২৭৫।

সুদ থেকে বেঁচে থাকা কঠিন-

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يَبْقَى أَحَدٌ إِلاَّ أَكَلَ الرِّبَا فَإِنْ لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ بُخَارِهِ ».

হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- মানুষের উপর এমন একটি যুগ আসবে যে, তখন একটি লোকও সুদ ভক্ষণ থেকে বাকি থাকবে না।
আবু দাউদ হা. ৩৩৩৩।

অকিল উদ্দিন

১২ জুমাদাল উখরা ১৪৩৭ হিজরী
২২ মার্চ ২০১৬ ঈসায়ী
দুপুর ৪ : ২৩ মিনিট